দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ......

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি লইয়া অসন্তোষ অপ্রত্যাশিত নহে

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা পুনরায় যাচাই-বাছাইয়ের নির্দেশ দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। গত সোমবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত মন্ত্রী ও উপদেষ্টাবৃন্দের ব্যাপক সমালোচনা ও অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই নির্দেশ প্রদান করেন। জানা যায়, ঘোষিত তালিকায় প্রধানমন্ত্রী নিজেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ প্রায় অর্ধযুগ পর গত ৬ মে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বহু প্রতীক্ষিত এই তালিকাদৃষ্টে দীর্ঘদিন যাবৎ অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বেশিরভাগ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সারাদেশে নানাভাবে সেই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশও ঘটিতেছে। সরকারি কোষাগার হইতে শতভাগ মূল বেতন পাওয়ার আশায় ছিলেন প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক। অথচ আশা পূরণ হইয়াছে মাত্র ১২ হাজার শিক্ষকের। তালিকায় যাহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় নাই তাহাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকা অস্বাভাবিক নহে। তবে পক্ষপাতদুষ্টতা ও অঞ্চলগত বৈষম্যসহ অস্বচ্ছতার যেইসব অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে তাহাও অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। ইতিমধ্যে এই ধরনের অসঙ্গতির কিছু দৃষ্টান্ত সংবাদমাধ্যমেও তুলিয়া ধরা হইয়াছে সুনির্দিষ্টভাবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত সদস্য এবং উপদেষ্টাবৃন্দের কণ্ঠেও উহার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়াছে। এই প্রেক্ষাপটে ঘোষিত তালিকাটি পর্যালোচনার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক বলিয়াই মনে হয়। আমরা আশা করি, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী অতি দ্রুত অসঙ্গতিমুক্ত ও স্বচ্ছ একটি তালিকা ঘোষিত হইবে।

উত্থাপিত অভিযোগ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যও উপেক্ষা করিবার মতো নহে। তিনি আবারও বলিয়াছেন যে, নীতিমালার বাহিরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয় নাই। সাত হাজার যোগ্য আবেদনের মধ্য হইতে এক হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হইয়াছে। এতো বেশিসংখ্যক আবেদনের মধ্য হইতে মাত্র এক হাজার প্রতিষ্ঠান বাছাই করা কঠিন। তাঁহার মতে, আরও কঠিন হইল সৎভাবে স্বচ্ছতার সহিত দায়িত্ব পালন করা। যেইভাবেই দেখা হউক না কেন কাজটি যে খুবই কঠিন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দীর্ঘদিন এমপিওভুক্তি বন্ধ থাকার কারণে সমস্যা আরও জটিলাকার ধারণ করিয়াছে। একদিকে এমপিওপ্রত্যাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধিক্য, অন্যদিকে সুপারিশ ও তদবিরের প্রবল চাপ। সেইসব সুপারিশ বা তদবিরকে ঢালাওভাবে অযৌক্তিকও বলা যাইবে না। বিশেষ করিয়া জনপ্রতিনিধিগণ স্ব স্ব এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করিতেই পারেন। এই ধরনের সুপারিশ উপেক্ষা করা সহজ নহে। অথচ বাস্তবতা হইল—সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ৮০ শতাংশের বেশি প্রতিষ্ঠানকেই তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। কারণ বরাদ্দ সীমিত। প্রতিযোগিতার তীব্রতার কারণে একদিকে যেমন অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে, অন্যদিকে নিছক তালিকাভুক্ত হইতে না পারিবার কারণেও অসন্তোষের মাত্রা বাড়িয়াছে। যোগ্যতাসম্পন্ন শতভাগ প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করিবার সুযোগ থাকিলে নিশ্চয়ই এই সমস্যা হইত না। ক্ষোভ-অসন্তোষের প্রশ্নও উঠিত না। এই সমস্যার সহজ সমাধান হইল, এমপিওভুক্তি অব্যাহত রাখা এবং এইখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। আশার কথা এই যে, প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে অর্থমন্ত্রণালয়কে এই খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর নির্দেশ দিয়াছেন। এমপিওভুক্তি অব্যাহত রাখার বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী আগেই নিশ্চিত করিয়াছিলেন। পাশাপাশি আরও শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করিবার ঘোষণাও দিয়াছেন তিনি। এইসব উদ্যোগের ফলে অসন্তোষের মাত্রা কিছুটা প্রশমিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান বিশাল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী; বর্তমানে দেশে এমপিওভুক্ত এবং একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সরকারি হিসাবে ৩৪ হাজার ৯৯১। শিক্ষার রাজস্ব বাজেটের ৬৪ শতাংশই খরচ হইতেছে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা খাতে। ব্যয় যেইভাবে বাড়িতেছে তাহাতে অবশিষ্ট ৩৬ শতাংশও ধীরে ধীরে এই খাতে চলিয়া যাইবে বলিয়া মনে করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে এই বাস্তবতাটিও অবশ্যই বিবেচনায় রাখিতে হইবে। ভুলিলে চলিবে না যে, অর্থের এতো টানাপোড়েন সত্ত্বেও শিক্ষা খাতে অপচয়, অনিয়ম ও দুর্নীতির দৃষ্টান্তও কম নহে। ভুয়া বা নামসর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ হাতাইয়া লওয়ার বিষয়টিও সর্বজনবিদিত। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গিয়াছে যে, বর্তমানে দেশে ৫ সহস্রাধিক অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। অথচ প্রায় ৪ হাজার প্রয়োজনীয় স্থানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে। নিয়মিত ও স্বচ্ছ তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করিতে হইবে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার।